

রুবুবিয়াহ, উলুহিয়াহ ও আসমা ওয়াস্ সিফাতের ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ববাদ স্বীকার করা।

এটা তিন প্রকার

তাওহীদে রুবুবিয়াহ

আল্লাহ তায়ালাকে তাঁর যাবতীয় কাজে একক বলে স্বীকার করা অথবা সৃষ্টি, রাজত্ব ও পরিচালনায় আল্লাহর একত্ববাদ স্বীকার করা।

তাওহীদে উলুহিয়াহ

ইবাদাতের ক্ষেত্রে অথবা বান্দার সকল ইবাদাতমূলক কাজে আল্লাহর একত্ববাদ স্বীকার করা।

তাওহীদে আসমা ওয়াস্ সিফাত

আল্লাহ তায়ালা তাঁর কিতাবে অথবা রাসুলের জবানে নিজের জন্য যে সকল নাম ও গুণাবলী উল্লেখ করেছেন সেগুলোকে এককভাবে তাঁর জন্য স্বীকার করা, কোনরূপ পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা ছাড়াই যেটা স্বাভাবিক করেছেন সেটা স্বাভাবিক করা ও যেটা প্রত্যাখ্যান করা।

দ্বীনের স্তর তিনটি:

ইসলাম

তাওহীদের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালায় নিকটে আসা সন্নিবেশ করা, তাঁর আনুগত্যের বশ্যতা স্বীকার করা এবং শিরক ও মুশরিকদের থেকে নিজেকে মুক্ত করা।

ইসলামের রুকন সমূহ:

- ১- দুটি সাক্ষ্য।
- ২- নামাজ প্রতিষ্ঠা করা।
- ৩- যাকাত দেয়া।
- ৪- রমজানের রোজা রাখা।
- ৫- সামর্থ্যবানদের জন্য বাইতুল্লাহর হজ্জ করা।

ঈমান

তা হচ্ছে জবানের স্বীকৃতি, অন্তরের বিশ্বাস এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা আমল, আর এটি আনুগত্যের মাধ্যমে বৃদ্ধি পায় ও অব্যাহত থাকে মাধ্যমে কমে যায়।

ঈমানের রুকন সমূহ: 6

- ১- আল্লাহর উপর ঈমান আনা।
- ২- ফেরেশতাদের উপর ঈমান আনা।
- ৩- কিতাব সমূহের উপর,
- ৪- রাসূলগণের উপর,
- ৫- পরকালের উপর,
- ৬- তাকদীরের ভালো ও মন্দ উপর ঈমান আনা।

ইহসান

তা হচ্ছে আপনি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদাত যেন আপনি তাঁকে দেখছেন, আর যদি দেখতে না পান তাহলে এটা বিশ্বাস করবেন যে তিনি আপনাকে দেখছেন।

এর রুকন একটি যার দুটি স্তর:

- ১- ইবাদাতুল মুশাহাদা হচ্ছে আপনি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদাত করবেন যেন আপনি তাঁকে দেখছেন।
- ২- ইবাদাতুল মুরাাকাবা হচ্ছে যদি আপনি তাঁকে দেখতে না পান তাহলে এই বিশ্বাস রাখবেন যে তিনি আপনাকে দেখছেন।

4 হারামের প্রকারভেদ:

সাগীরা গুনাহ:

(কাবীরার চেয়ে ছোট), ইস্তেগ-ফারের মাধ্যমে কাবীরার গুনাহ ক্ষমা হয়, আর সাগীরার উপরে চলমান থাকলে তা কাবীরার গুনাহতে পরিণত হয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন; (তোমরা সাগীরার বা তুচ্ছ গুনাহ থেকে বেচে থাকো, কেননা এগুলো কোন ব্যক্তির নিকটে জমা হতে থাকে, অবশেষে তাঁকে ধ্বংস করে ফেলে।)

কাবীরার গুনাহ:

(যে সকল কাজের জন্য নির্ধারিত শাস্তি আছে) যেমন: যাদু, পিতা-মাতার অব্যাহতা, সুদ, যিনা-ব্যভিচার, মিথ্যা, মদ পান, চুরি, গিবাতে, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা, ইয়াতিমের মাল ভক্ষণ করা।

ছোট শিরক:

দ্বীন থেকে বের করে দেয় না, কাবীরার গুনাহ থেকে বড়, যেমন: এই কথা বলা যে, আল্লাহ এবং আপনি যা চান, আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে শপথ করা, লোক দেখানো ইবাদাত করা, শিরকী তাবিজ বুলানো, ভাগ্য গননা করা, অশুভ লক্ষণ নির্ধারণ করা, পুঁতি, দানা ইত্যাদি এই বিশ্বাসে বুলানো যে, এগুলি তাকে হেফাজত করবে অথবা তার থেকে বিপদ দূর করবে।

বড় শিরক:

(দ্বীন থেকে বের করে দেয়, এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে তাকে ক্ষমা করা হবে না) আল্লাহ তায়ালায় জন্য এমন সমকক্ষ নির্ধারণ করা যে আল্লাহকে যেভাবে ডাকে তাকেও সেভাবে ডাকে অথবা তাকে ভয় পায়, তার নিকটে আশা করে অথবা আল্লাহকে ভালোবাসার মতো তাকে ভালোবাসে অথবা যেকোন ধরনের ইবাদাত এ সমকক্ষের জন্য করে।